36

তারিখ ... 25 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা .. ১ .. কলাম ... 2 ......

দৈনিক জনকণ্ঠ

সূর্যসেন হল দখলপাল্টা দখলের ছবি ক্লক ওয়াইজ ঃ ছাত্রদলের একাংশের হল দখলের পর পুলিশের কড়া প্রহরা, ছাত্রলীগ কর্মীরা পাল্টা হল দখল করে সভা করে। হল দখলের অপরাধে সকালে ছাত্রদলের এক কর্মী গ্রেফতার এবং আলোচনা ব্যর্থ হবার পর ভিসি আজাদ চৌধুরী কান্নারত ছাত্রদল নেতাকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন —জনকণ্ঠ

সূর্যসেন হলে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের ক্যু পাল্টাক্যু, ছাত্রলীগের দখল ॥ সংঘর্ষে আহত ২০

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সূর্যসেন হল বৃহস্পতিবার ছাত্রদলের দু'টি গ্রুপের ক্যু পাল্টা ক্যু'র পর ছাত্রলীগ (শা-পা) কর্মীরা দখল করে নিয়েছে।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। সংঘর্ষে উভয় সংগঠনের ২০ নেতাকর্মী আহত হয়। সংঘর্ষরত ছাত্রদের নিবৃত্ত করতে পুলিশ ৫/৬ রাউন্ড টিয়ারগ্যাস সেল নিক্ষেপ করে। এ সময় তিন রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা যায়। হল দখলের পর ছাত্রলীগ কর্মীরা হলের ছাত্রদল কর্মীদের ২০/২৫ কক্ষ ভাংচুর করে। ক্যাম্পাসে দু'টি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয়। ভয়াবহ সংঘর্ষের আশঙ্কা এড়াতে ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ছাত্রদল অবিলম্বে সূর্যসেন হল ছাত্রলীগের সশস্ত্র কর্মীদের হাত থেকে মুক্ত না করলে

(শেষ পৃষ্ঠা ৬ কঃ দেখুন)

(প্রথম পাতার পর)

সূর্যসেন হলে

আগামী ২৭ জুলাই থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বৃহস্পতিবার সকাল ছ'টায় ছাত্রদল থেকে বহিষ্কৃত বেনজির আহমেদ টিটুর নেতৃত্বে একদল যুবক হল দখল করতে আসে। দু'টি সাদা-কালো মাইক্রোবাসযোগে এসে তারা দ্রুত হলে ঢুকে পড়ে। পুলিশ কিংবা কোন প্রতিপক্ষ গ্রুপের বাধার মুখে তারা পড়েনি। হলে ঢুকে তারা প্রথমে হলে অবস্থানরত ছাত্রদল নেতাকর্মীদের অস্ত্রের মুখে বের করে দেয়। এ ঘটনা জানতে পেরে পুলিশ হল তল্লাশি করতে আসে। পুলিশ টিটু গ্রুপের ক্যাডারদের বের করে দেয়। এ সময় হল থেকে বিতাড়িত গ্রুপটি আবার হলে আসে। তারা টিটু, টুকু ও লিটনকে মারধর করে প্রভোস্টের কক্ষে আটকে রাখে। পুলিশ এসে উদ্ধার করে হলের বাইরে নিয়ে ছেড়ে দেয়। টিটু গ্রুপ বাইরে গিয়ে ছাত্রলীগ নেতা শামীম আহমেদসহ অন্যদের অবহিত করে। বেলা পৌনে একটার দিকে শামীম আহমেদ, আমিনুল ইসলাম রতন, তমিজউদ্দিন তমির নেতৃত্বে প্রায় ৫০ জনের একটি সশস্ত্র দল অস্ত্রের মুখে সূর্যসেন হলে প্রবেশ করে। পুলিশ এ সময় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। এ সময় হল গেস্টরুমে অবস্থানরত ফটো সাংবাদিকদের মধ্যে তীব্র ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রলীগ কর্মীরা হলে ঢুকেই ছাত্রদল কর্মীদের বের করে দেয় এবং ২০/২৫টি কক্ষ ভাংচুর ও মালামাল তছনছ করে। তারা বিভিন্ন স্লোগান দেয় এবং খালেদা জিয়ার একটি বিশাল পোট্রেটে আগুন ধরিয়ে দেয়।

এদিকে ছাত্রলীগ সূর্যসেন হল দখল করেছে শুনতে পেয়ে ক্যাম্পাস ও বিভিন্ন হল থেকে ছাত্রদল কর্মীরা সূর্যসেন হল অভিমুখে দৌড়ে আসে। তারা লাঠি ও ইটপাটকেল নিয়ে হলের সামনে ছাত্রলীগ কর্মীদের ওপর হামলা চালায়। এ সময় উভয় সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে ২০ জন আহত হয়। পুলিশ ছাত্রদল কর্মীদের লক্ষ্য করে ৫/৬ রাউন্ড টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে।

সূর্যসেন হলের ঘটনা নিয়ে উপাচার্য বেলা একটার দিকে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল কর্মীদের নিয়ে বৈঠকে বসেন। তিনি দু'ঘণ্টার মধ্যে সূর্যসেন হল ভ্যাকেট করে দেয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু পুলিশ তাতে ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যা ছ'টার দিকে উপাচার্য সূর্যসেন হলে যান এবং সকল ছাত্রকে বের করে দিয়ে বৈধ ছাত্রদের কার্ড দেখিয়ে ঢুকানোর নির্দেশ দেন। কিন্তু দেখা যায় হলের হাউজ টিউটর, পুলিশ ও ছাত্রলীগের সশস্ত্র কর্মীরা ছাত্রদের কার্ড পরীক্ষা করেন। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ উপাচার্যের সাথে বৈঠকে বসতে গেলে সেখানে ছাত্রলীগের কয়েকজন বহিরাগত সশস্ত্র কর্মীকে দেখে সভা বর্জন করে চলে আসে। সূর্যসেন হলের ঘটনা নিয়ে স্ব-স্ব অবস্থান ব্যাখ্যা করে সন্ধ্যায় ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল মধুর ক্যান্টিনে সাংবাদিক সম্মেলন করে।

সম্মেলনে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে হলকে যে কোন ধরনের দখলদারিত্ব মুক্ত করে দলমত নির্বিশেষে সকল আবাসিক ছাত্রদের বসবাসের পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবি জানান।

ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে সূর্যসেন হল ছাত্রলীগের দখলমুক্ত করার দাবি জানান। অন্যথায় আগামী ২৭ জুলাই থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছাত্র ধর্মঘট ঘোষণা করেন।